নোরা জোন্স মিস্ট্রি – ২

ট্রাবল ইন দ্য ট্রেজার

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক
প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০২৫

প্রচ্ছদ : পরাগ ওয়াহিদ
অক্ষর বিন্যাস : রওনাকুর রহমান
সম্পাদক: জারা রহমান
প্রুফ ও বেটা রিডার: রোকেয়া আশা

প্রকাশক : জিয়াউল হাসান নিয়াজ
প্রকাশনী : প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স
ঠিকানা : ৩৮ বাংলাবাজার ঢাকা
বইমেলা পরিবেশক : বইমই

ফোন : ০১৭৯৮৬৫৯১৪৬
হোয়াটসঅ্যাপ : ০১৭৯৮৬৫৯১৪৬
অনলাইন পরিবেশক : **rokomari.com**
মুদ্রণ : মক্কা প্রিন্টার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা।

ISBN: 978-984-99423-5-1

মূল্য : ২৫০/-

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনে অংশেরই কোনোরূপ পুনর্মুদ্রণ বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উৎসর্গ:

স্নেহের প্রিয় ‘রবিউল আবরার’ কে..

১.

নোরা রোদে চোখ সরু করল। সে দেখল মার্গো একবার কুঁকড়ে যাচ্ছে, আবার সোজা হয়ে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে মাটি থেকে শরীর তুলছে। সান ফ্রান্সিসকো ছেড়ে সেন্ট অগাস্টিনে স্থায়ীভাবে এসে নাগরিক হওয়ার সবে মাত্র তিন মাস পেরিয়েছে। মাত্র তিন মাস, তবু মনে হচ্ছে যেন এই বাড়িটা সবসময়ই তার নিজের ছিল।

তবে এটাও সত্য, এই তিন মাসের প্রতিটি মুহূর্ত বেশ ব্যস্তভাবে কেটেছে তার। জমজমাট ব্যবসা, বন্ধুর আর্ট শো, আরেক বন্ধুর টেলিভিশনে অনুষ্ঠানের সূচনা। এত দ্রুত সময় পার হয়েছে যে, এখন মনে হচ্ছে এই তো সেদিন এখানে এলো সে! আজকে কুকুরটাকে দেওয়া কথা রাখতে সে এক অফ-লিশ পার্কে ওকে নিয়ে এসেছে। নোরা নিশ্চিত, আকর্ষণীয় কিছু দেখলে ওর এই হাউন্ডটা জর্জিয়া পর্যন্ত দৌড়াবে।

মার্গোর হাসির মধ্যে এক ধরনের ছটফটানি দেখল নোরা, ওমা! কুকুরও হাসতে পারে! সে নিজে একটা পিকনিক টেবিলে বসে পড়ল। মার্গোকে খুশিমতো দৌড়াতে দিল। কুকুরটি বেশ কয়েকবার পার্কটা চক্কর দিয়ে নোরার পায়ের কাছে এসে হাঁপাতে লাগল। মুখে ছিল বড় একখানা হাসি, তখন সে একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে লুকোচুরি খেলতে থাকা গোল্ডেন ডুডলদের দেখছিল।

"তুমি বন্ধু বানাতে পারো, জানো তো," নোরা তার কানের কাছে হাত বুলিয়ে বলল। বইয়ের দোকান আর মামার সম্পত্তির সঙ্গে মার্গোকেও উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়ে নোরা প্রথমে বিরক্ত হয়েছিল। সে কোনো পোষা প্রাণী চায়নি। অথচ, প্রাণীটা দ্রুত তার প্রিয় হয়ে উঠছে, আর এখন তারা দুজন যেন অবিচ্ছেদ্য আত্মা।

ঠিক তখনই নোরার ফোনটা ভাইব্রেট করল। ম্যাসেজটা এসেছিল অলিভার ওয়েসেক্সের কাছ থেকে। অলিভার তার প্রধান সঙ্গী- এক সময় জাহাজে নাবিক হিসেবে কাজ করত, কিন্তু নোরা তার প্রতিভা দেখে তাকে দ্রুত পদোন্নতি দিয়েছে। ক্যাপ্টেন হওয়ার মতো পুরোপুরি প্রস্তুত না হলেও অলিভার তাকে ভরসা করতে পারে এমন নতুন কাউকে খুঁজতে সহায়তা করছিল তখন। জাহাজের আগের ক্যাপ্টেন তো এখন জেলে, নোরার বাড়ি ও বইয়ের দোকানে চুরি ও অনধিকার প্রবেশের অভিযোগে। তার জন্য সেই এক বছরের সাজা খুব বেশি নয় বলে মনে হচ্ছিল নোরার।

ম্যাসেজের জবাব দিতে যাচ্ছিল নোরা, ঠিক তখনই ডুডল দুটো তাদের মনোযোগ মার্গোর দিকে সরাল। মার্গো তার স্বমহিমায় মুখ টেনে এমন ভঙ্গি দেখিয়ে দিল যে, নোরা বুঝতে পারল ও সত্যিই হাসছে। কিন্তু ডুডলদের এই উচ্ছ্বাস থামল না; তারা নোরার চারপাশে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অস্বস্তিতে পড়ে মার্গো নোরার কাছে সরে এলো।

"লুসি, এথেল- এসো," একজন যুবক ডাক দিল, কিন্তু ডুডল দুটো তাকে উপেক্ষা করে আনন্দে লাফালাফি করতে লাগল। যুবকটি এগিয়ে এলে নোরা তার দিকে তাকাল। তার চুল ও ত্বক যেন সূর্যরশ্মি ছুঁয়ে গেছে। চোখ দুটো অদ্ভুত রকম নীল, যেন সবার মধ্যে আলাদা। হালকা বোতাম খোলা শার্ট আর কার্গো শর্টসে তার সাজ ছিল সহজ, তবু নজরকাড়া।

"ওরা আমার বোনের," যুবকটি হেসে বলল, নোরার মুখের ভাব লক্ষ করে।

নোরা ডুডল দুটিকে থামানোর জন্য কঠোর কণ্ঠে বলল, "লুসি, এথেল- বসো।" কথাটা শুনে তারা চুপচাপ বসে গেল।

যুবকটি মুগ্ধ হয়ে বলল, "আপনি কি চাকরি খুঁজছেন? আপনাকে আমার ফার্স্ট মেট হিসেবে নিয়োগ দিতে পারি।"

নোরা তখন বুঝতে পারল, পৃথিবীটা সত্যিই খুব ছোটো। "আপনার নাম গ্রেগরি, তাই না?"

"গ্রেগরি অ্যাঞ্জেলো, কেন?"

"আমি নোরা জোন্স। মার্কারি এন্টারপ্রাইজের মালিক। অ্যামেলিয়া আমার জাহাজ।"

এইমাত্র সে তাকে যা বলল তা মস্তিস্কে ভালোভাবে গেঁথে নেওয়ার চেষ্টা করার সময় তার মুখে কয়েকটি অভিব্যক্তি ফুটে উঠল।

"ঠিক আছে, আপনি যখন এক ঘণ্টা পরে আমার সাক্ষাৎকার নেবেন, দয়া করে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করবেন যে আমি আমার বোনের কুকুরদের সামলাতে পারি না।"

"ভুলে গেলাম," সে মিথ্যা বলল। এই ছবি তার মাথা থেকে সরাতে কষ্ট হচ্ছিল।

"এবং আমি আপনাকে ফার্স্ট মেট হিসাবে চাকরির প্রস্তাব দেওয়ার জন্য দুঃখিত।"

"চিন্তার কিছু নেই। তবে আপনার জানা উচিত যে অ্যামেলিয়ার ইতোমধ্যে একজন ফার্স্ট মেট আছে এবং ও বেশ ভালো। আপনি তাকে পছন্দ করবেন।"

"অলিভার? হ্যাঁ, তাকে ভালো বলেই মনে হচ্ছে।"

"সে তো বটেই।" নোরা হাসল। সুযোগ পেয়েও অলিভার যেভাবে এগিয়ে এসেছে তাতে সে গর্বিত। "আপনার হয়তো যাওয়া উচিত, নইলে আমাদের দুজনেরই দেরি হয়ে যাবে।"

এটা বোঝা মুশকিল, কিন্তু বেরিয়ে আসার সময় গ্রেগরিকে কিছুটা লজ্জিত দেখাচ্ছিল। নোরা মার্গোর দিকে তাকাল। "যাবার আগে আরেকবারের মতো ঘুরে আসা যাক?"

মার্গো নোরার হাঁটুতে ওর মাথা রাখল, যার অর্থ সে বুঝল, "না, আমি এখন আমার বিছানায় যেতে চাই, ধন্যবাদ।"

তারা গাড়িতে উঠে পড়ল। রাস্তায় ওঠার পর নোরা ফোন করে জানতে চাইল দোকানের সবাই ব্রেকফাস্টে কী খেতে চায় এবং তার অফিস ম্যানেজার, প্রুডেন্সকে, তাদের জন্য অর্ডার দিতে বলল। যেহেতু সে দেরি করে ফেলেছে।

"তুমি কী চাও যে আমি পাশের নতুন দোকানটিতে একবার চেষ্টা করে দেখি?" প্রু জিজ্ঞাসা করল, তার কণ্ঠে দ্বিধা স্পষ্ট।

"পাশেই নতুন দোকান চালু হয়েছে?" নোরা বুঝতে পারছিল না ব্যাপারটা তার কেমন লাগছে। হয়তো এটাই ভালো হবে, হয়তো এই মালিকানা পরিবর্তনের ব্যাপারটা তাকে সবকিছু ভুলে যেতে সাহায্য করবে। প্রাক্তন মালিক তার মামাকে খুন করেছে জেনে প্রতিদিন সেই শূন্য স্মুদির দোকানের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া তার জন্য সহজ ছিল না। তবুও, জায়গাটি আক্ষরিক অর্থে তার নিজের বইয়ের দোকানের পাশেই ছিল, তাই এটি এড়িয়ে যাওয়া এক প্রকার কঠিন ছিল।

"হ্যাঁ, আজ সবেমাত্র সাইনবোর্ডটি লাগিয়েছে, তবে এটা বলছে যে তারা ব্যবসায়ের জন্য উন্মুক্ত।"

"এই পরিকল্পনা দুর্বল মনে হচ্ছে।" নোরা ভ্রু কুঁচকে ভাবল, সে হলে মাসখানেক আগেই "শীঘ্রই আসছে" সাইনবোর্ড লাগাত, যদি এটি তার ব্যবসা হতো।

"তুমি তো আমাকে জিজ্ঞেস করছ না এটা কীসের দোকান হতে যাচ্ছে?"

নোরা প্রু-র গলার স্বর দেখে বুঝতে পারছিল যে সে মরিয়া হয়ে জানতে চায় এটা কী ধরনের ব্যবসা।

"এটা কী ধরনের ব্যবসা?" সে বাধ্য হয়ে, বড়োদের খেলনার দোকান বা সাবান আর লোশন বিক্রি করে এমন কোনো দোকানের কথা শোনার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে। নোরা সবসময় ভাবত যে, এই জিনিসগুলির গন্ধ অপ্রতিরোধ্য। সে নিশ্চিত ছিল না যে, সে প্রতিদিন

এমন কিছুর পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে পারবে। যদি এমন কেউ তাদের নতুন প্রতিবেশী হয় তবে তাকে দূরে থেকেই কাজ করতে হবে। কিন্তু ঐ দোকানগুলোর মধ্যে একটা হলে প্রু ব্রেকফাস্টের ব্যাপারে জানতে চাইত না, তাই নোরার ধারণা ছিল সে পরিষ্কারভাবেই জানে।

"এটা একটা স্মুদির দোকান।"

নোরা যতটুকু ভেবেছিল যে এটা সম্ভবত খাবারের দোকান টোকান হতে পারে, কিন্তু এমন কিছুর চিন্তাও তার মাথায় আসেনি।

"ওহ। উমম... ভীষণ সাহসী লাগছে।"

"ঠিক? তোমাকে জানতে হবে যে, নতুন মালিক জানেন কি না এখানে আগে কী হয়েছিল।"

"বারে, তারা জানবে না কী করে? রেজিনা ওয়াল্টারকে বিষ প্রয়োগ করেছিল তা পুরো শহরে খবর হয়ে গিয়েছিল। আমি মোটামুটি নিশ্চিত যে, সেই খবর আমাদের ব্যবসায়ের বেড়ে ওঠার জন্যও অত্যন্ত আংশিকভাবে দায়ী।"

"হেই।" বিপণনের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি হিসেবে প্রু এই মন্তব্যের বিরোধিতা করল।

"আমি শুধু বলেছি আংশিক দায়ী," নোরা বলল, "স্পষ্টতই তোমার কাজের দক্ষতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের উন্নতি করেছে।"

"এই তো, এখন আমি উৎসাহিত বোধ করছি।"

"তাহলে ব্রেকফাস্ট।" প্রসঙ্গ পালটে ফেলল নোরা, "তুমি বেছে নাও। তবে কোনো স্মুদি না, মাফ চাই বাবা।"

নোরা হাসতে হাসতে ফোনটা রেখে দিল।

প্রু তাদের প্রথম দেখা হওয়ার পর থেকে অনেক দূর এগিয়েছে, যখন বইয়ের দোকানটি খালি ছিল, কারণ নোরার মামা প্রু-কে একটি শান্ত পরিবেশ দেওয়ার চেষ্টা করছিল। প্রুডেন্সের সাথে দেখা হওয়ার

আগে নোরা কখনও ক্রোমেস্থেসিয়ার কথা শোনেনি, তবে তখন থেকে সে এ সম্পর্কে অনেক কিছু শিখেছে। এর মানে হলো, সে যা শুনতে পায়, তাই সে আঁকতে পারে। এমনভাবে, যেন সে শুনছে না, বরং দেখতে পাচ্ছে। প্রু-র প্রথম শিল্প প্রদর্শনীতে কোন বিষয়ে ছবি আঁকা হবে, তা ভোটাভুটি করে ঠিক করা হয়েছিল। তবে দর্শকরা প্রায়শই অন্যরকম এক অভিজ্ঞতার জন্য অভিভূত হতো।

যদিও নোরা দোকানের কর্মচারীর জন্য ওয়াল্টারের এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানায়, তবুও সে বইয়ের দোকানটিকে এভাবে দুইহাতে অর্থ হারাতে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিল না। পরিবর্তে, সে শুধু প্রুডেন্সকে ম্যানেজার হিসাবে পদোন্নতি দেয়। এরপর তাকে একটি সাউন্ডপ্রুফ অফিস এবং তাদের আবার আগের রূপে দোকানটিকে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব দিয়েছিল। প্রুডেন্স চমৎকারভাবে কাজ করেছে, ফলে 'ওয়ার্থ দেয়ার সল্ট বুকস' এখন ঐতিহাসিক সেন্ট অগাস্টিনের একটি ব্যস্ত ছোট্ট দোকানে পরিণত হয়েছে।

নোরা যখন তার দোকানে এসে ঢুকল, প্যান্ট আর টি-শার্ট পরা এক বোহেমিয়ান গোছের লাল চুলের মেয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাল। মেয়েটার টি-শার্টে লেখা ছিল, "নট স্লিম, জাস্ট শ্যাডি।" সে মাঝেমধ্যে এই ভেবে অবাক হয়, দোকানে এত বিচিত্র সব কর্মচারী থাকার পরেও দোকান ঠিকঠাক চলছে কীভাবে- নাকি ওর এই উদ্ভট মানুষগুলোই দোকানের আবেদন বাড়িয়েছে।

আর কিছু না হোক, নোরার দিনগুকে নিশ্চিত উজ্জ্বল করে তুলেছে তারা।

"আরে, অগাস্ট। শার্লট কোথায়?" মার্গোর লিশটা খুলতে খুলতে নোরা চারদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল। সাধারণত প্রতিদিন সকালে অগাস্টই তাকে প্রথম অভ্যর্থনা জানায়। এমনকি মার্গোও তাকে মিস

করছে বলে মনে হলো, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাচ্চাদের পড়ার জায়গাটায় এবং অফিসে শুঁকতে শুঁকতে তার বিছানায় ফিরে গেল।

"আজ ওর প্রি-স্কুলের প্রথম দিন," অগাস্ট উত্তর দেয়, "এবং আমি এরমধ্যেই ছোটো কাঠবিড়ালিটাকে মিস করছি।"

"ওহ, ঠিক।" নোরা তার হতাশা লুকানোর চেষ্টা করল, "আমি সেটা ভুলেই গিয়েছিলাম। তবে এটাই বোধহয় ভালো। মানে, বড়োদের আশেপাশে থাকাটা তার জন্য বিরক্তিকর।"

"ও এটা পছন্দ করে," অগাস্ট তাকে আশ্বস্ত করল, "ও কিছুটা বিরক্ত হয়েছিল যে আমি ওকে 'বেবি স্কুলে' যেতে বাধ্য করেছি, যেমনটা ও বলেছে। তবে আগামী বছর থেকে ও কিন্ডারগার্টেনে যাবে। আমি ভেবেছিলাম, ওর পক্ষে সাধারণ বাচ্চা হয়ে ওঠাই ভালো হবে।"

"শার্লট কখনই সাধারণ বাচ্চা হবে না," নোরা সংশোধন করল, "সে অনেক বেশি অসাধারণ।"

উত্তরে অগাস্ট উচ্ছ্বসিত হলো। নোরা এই মা-মেয়ে দুজনের জীবন সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানত না, তবে তার ধারণা এটা সহজ নয়। কিছু একটা তাদের যাযাবরে পরিণত করেছে। হয়তো ও বেশি ভাবছে, কিন্তু অগাস্টের চোখের ছায়া বলে দিয়েছিল গল্পে আরও কিছু আছে।

তবুও, অগাস্ট শার্লটের কাছে একজন ভালো মা ছিল, তাদের ভ্যানটিকে এই জুটির জন্য একটি আরামদায়ক ছোট্ট বাড়িতে পরিণত করেছিল যখন তারা দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। অগাস্ট যখন নোরার প্রস্তাবিত চাকরিটি গ্রহণ করে, তখন এই সতর্কবার্তা ছিল যে সে যেকোনো সময় আবার চলে যেতে পারে- সে এবং শার্লট কখনই এক জায়গায় বেশিদিন থাকে না। সেটা চার মাস আগের কথা, আর এখন নোরার ঠিকানা ব্যবহার করে শার্লটের প্রি-স্কুলে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। তার পাকাপোক্ত ধারণা, এই জুটি অন্তত তার সাথে আরও কিছুদিন আছে।

দরজার উপরে থাকা কলিংবেল বেজে উঠল, কয়েক মুহূর্ত পরেই তাদের সাথে লিও এসে যোগ দিল। প্রকৃতপক্ষে অগাস্টের সেন্ট অগাস্টিনে স্থায়ী হওয়ার আসল কারণ এই লিও।

"তোমরা কি দেখেছ পাশের দোকানে কী হয়েছে?" সে কোনো ভঙ্গিমা ছাড়াই জিজ্ঞেস করল।

নোরা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "হ্যাঁ। আমি নিশ্চিত নই, এ বিষয়ে কেমন অনুভব করছি।"

"আমি মনে করি এটি বেশ ভালো বুদ্ধি, ব্যবসার জন্য আর কী," অগাস্ট বলল, "মানুষ বেশ বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছে। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, কানেকশনের কারণে তিনি ব্যবসা ভালো করবেন।"

"আমরা কি একবার হাই-হ্যালো বলতে যাব?" নোরা বিরক্ত হয়ে গেল। আর কোনোদিনও ওই দোকানের ভেতরে ঢোকার ইচ্ছে ছিল না তার।

"মাথা ঘামিয়ো না।" প্রু অফিস থেকে মাথা বের করল, "সে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের ব্রেকফাস্ট নিয়ে আসবে। আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম গিয়ে নিয়ে আসব, কিন্তু সে বলল সে আমাদের দোকানে আসতে চায় এবং সবার সাথে দেখা করতে চায়।"

নোরা নিশ্চয়ই তার বিরক্তি লুকানোর কাজটা ভালোভাবে করেনি কারণ প্রু রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়েছে।

"তুমি বলেছিলে স্মুদি লাগবে না, তাই আমি আমাদের জন্য কিছু বেকারি টাইপের জিনিস অর্ডার করেছি। ওদের দোকানে বেকন এবং চমৎকার দেখতে স্পিনাচ কুইচ আছে, দেখে আক্ষরিক অর্থে আমার জিভে পানি চলে এসেছে, খেতেও নিশ্চয়ই দারুণ হবে।"

অগাস্ট আর লিও দৃষ্টি বিনিময় করল। ওরা যেভাবে তাল মেলাল, সেটা দেখে নোরার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। ঠিক আছে, ওর ঠিক হিংসে হচ্ছে না। তবে ও এটা দেখে চটে গেছে, কারণ সে এমন কাউকে মিস করছিল যার সাথে সে-ও কেবল ইশারার মাধ্যমেই যোগাযোগ করতে পারবে...।

মামার কেস নিয়ে কাজ করা গোয়েন্দা তার মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। সে তাড়াতাড়ি তার চিন্তা মন থেকে ঠেলে সরিয়ে দিল, নিজেকে মনে করিয়ে দিল যে সে এবং গোয়েন্দা মেডেরো- রাফায়েল- এই দুজনের মধ্যে একটি সুন্দর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে এবং ওরা এভাবেই থাকতে চায়।

এই বিষয়ে তর্ক করার সময় ছিল না, কারণ তাদের নতুন প্রতিবেশী দরজা দিয়ে প্রবেশ করছিল, তার হাত ভর্তি তাদের জন্য উপহারের বাক্স বোঝাই ছিল। লিও সাহায্য করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল। এমনকি নোরা নিজেও তার মুখে হাসি আটকে রাখে এবং তাকে উষ্ণ হ্যালো বলে অভিবাদন জানায়।

"হাই, আমি মাইক্যাল।" লাজুক হলেও তার হাসিটা সুন্দর। মেয়েটি ছোটোখাটো গড়নের, যদি সে নিজেকে প্রসারিত করে তবে পাঁচ ফুটের মতো লম্বা হতে পারে। তার লম্বা, মেহগনি রঙের চুল পিঠ বেয়ে নেমে এসেছে, আর চুলের নিচের দিকের কয়েক ইঞ্চি গাঢ় লাল রঙ করা ছিল যা প্রায় মেরুন রঙের। তার কালো চোখ, লম্বা পাপড়ি এবং পানপাতার মতো মুখ।

"আপনার সাথে দেখা হয়ে ভালো লাগল, মাইক্যাল।" কাউন্টারের পাশ থেকে অগাস্ট বেরিয়ে এসে তার কাছ থেকে একটা বাক্স নিল, "আমি অগাস্ট। যাকে দেখে মনে হচ্ছে ১৯৪০ এর দশক থেকে বেরিয়ে এসেছে সে হলো নোরা। নীল চুলের পিক্সি হলো ধ্রু। আর এই লক্ষী গোছের মানুষটি হলো লিও।"

নোরা ঘাড় কাত করে অগাস্টের দিকে তাকাল, বুঝতে পারছিল না ওদের সবার খোলামেলা বর্ণনা শুনে বিরক্ত হবে নাকি হাসবে।

"নীল চুলের পিক্সি?" ধ্রু ভ্রু কুঁচকে তাকাল। "শুধু একটা নীল রেখা, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আমার বাকি চুল সব সোনালি।"

"এটাই তুমি তর্ক করার জন্য বেছে নিয়েছ?" লিও প্রশ্ন তুলল।

ধ্রু কাঁধ ঝাঁকাল, "আমি জানি না। বেশ স্পট অন লাগছিল।"

"তুমি সব কিছু নিয়ে আসায় ভালো লাগল।" প্রসঙ্গ পালটে ফেলল নোরা, "প্রু কুইচ নিয়ে বেশ উত্তেজিত।"

"আমি কেবল হাই বলতে চেয়েছিলাম এবং সম্ভবত প্রতিবেশীর সাথে প্রথম আলাপের বিষয়ও শেষ করতে," মাইক্যাল ব্যাখ্যা করল, "আমি শুধু কিছুটা কল্পনা করতে পারি যে আপনি আমার এবং দোকানটি সম্পর্কে কেমন অনুভব করবেন। তবুও আশা করছি আমরা বন্ধু হতে পারব।"

"অভ্যস্ত হতে কিছুটা সময় লাগবে," নোরা স্বীকার করল, "কিন্তু আমরা জানতাম, জায়গাটা চিরকাল খালি থাকবে না।"

"আমার বলতে হচ্ছে, এখানে আমরা অন্য কোনো স্মুদির দোকান আশা করিনি," লিও বাধা দিল। পাশবিক সততা থাকার পরেও ওকে খুব বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের জন্য কখনই অভদ্র বলে মনে হয়নি।

"এটা একটা বেকারিও।" মাইক্যাল কাউন্টারে বসা অগাস্টের সেট করা বাক্সগুলির মধ্যে একটি খুলতে খুলতে বিষয়টি ব্যাখ্যা করল, "সত্যি কথা বলতে, আমার পার্টনার স্মুদির উপর জোর দিয়েছিল। সে বলেছে যে, এতে লোকজনের মধ্যে কৌতূহল তৈরি হবে এবং একটি নতুন ব্যবসা হিসেবে দরকারি যাবতীয় মার্কেটিংও চলে আসবে।"

"হা!" অগাস্ট অদ্ভুতভাবে উচ্ছাস প্রকাশ করল, "আমি তোমাকে বলেছিলাম এটা একটা দুর্দান্ত ব্যবসায়িক কৌশল।"

নোরা মুচকি হেসে কথাবার্তা পাশ কাটাল। সে তার নতুন প্রতিবেশীদের একটি দোকান খুলতে বা তাদের ব্যবসা বাড়ানোর জন্য তাদের যে কোনো মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি ব্যবহার করা নিয়ে দ্বিধা করেনি। তবু তারা সঙ্গে করে নিত্যনতুন যন্ত্রণার ঝনঝনানি নিয়ে এসেছে। তাছাড়া, দোকানের নতুন মালিকের মধ্যে এমন কিছু ছিল যা তার ভালো লাগেনি। সে ঠিক ধরতে পারল না, কিন্তু তার মনে হলো, সে তাকে আগে দেখেছে।

২.

সে এই অকস্মাৎ মনোযোগ বিচ্যুতির জন্য খুশিই হলো। গ্রেগরি অ্যাঞ্জেলোর সাক্ষাৎকার শুরু হওয়ার কিছু আগে হঠাৎ অলিভার এসে উপস্থিত হলো।

অলিভারকে যখন থেকে চেনে, তারপর থেকে দিন দিন তার ড্রেডলকস কিছুটা বেড়েছে। সে লক্ষ করেছে, ও তার পদোন্নতি পাওয়ার পর থেকে বেশভূষা আরও সুন্দর করার চেষ্টা করছে। ও একজন স্মার্ট ব্যক্তি, যে তাকে দেওয়া সুযোগটা নষ্ট করতে চাচ্ছে না, তাই ও তার ভূমিকাটি গুরুত্ব সহকারেই নিয়েছে। কুকুরের পার্কে গ্রেগরিকে যতই আকর্ষণহীন মনে হোক না কেন, অলিভার যদি এই ছেলেকে অ্যামেলিয়ার ক্যাপ্টেন হিসাবে চায়, তবে নোরা আপত্তি করবে না।

অলিভার নোরাকে সাধারণ সহজ হাসি এবং উষ্ণ আলিঙ্গনে স্বাগত জানাল। ও যখন কাউন্টার জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বেকড খাবারগুলো দেখল, তখন তাদের কুশল বিনিময় পর্ব হুট করে সংক্ষিপ্ত হয়ে এলো। প্রু এতে সবচেয়ে বেশি স্বস্তি পেল। নোরা কুইচকে পাশ কাটিয়ে সোজা ব্লুবেরি লেমন মাফিনের দিকে এগোলো তখন। গ্রেগরি যখন তার সাক্ষাৎকারে জন্য এলো, ততক্ষণে ওর গালগুলি কাঠবিড়ালির মতো বোঝাই হয়ে গিয়েছে, সে তার সামনের দৃশ্যটি কিছুটা সংশয়ের সাথেই গ্রহণ করল।

খাবারের গন্ধ আর অসংখ্য গলার আওয়াজে প্রলুব্ধ হয়ে মার্গো অফিস থেকে বেরিয়ে এসে এখন কাউন্টারের দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে লেজ নাড়ছে এবং যে কেউ তার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাচ্ছে তাদের দিকেই অত্যন্ত অনুনয়ের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। লিও, অগাস্ট এবং